FOR IMMEDIATE RELEASE

The Annual Status of Education Report West Bengal (Rural) 2021 was released in Kolkata on 9th February 2022

আজ সকালে কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ ASER 2021 প্রকাশিত হয়েছে। ASER রিপোর্টটি উদ্বোধন করেছেন নোবেলজয়ী অধ্যাপক অভিজিৎ বানার্জী, ড: রুক্মিণী বানার্জী, সিইও প্রথম এডুকেশন ফাউন্ডেশন এবং ড: অভিজিৎ চৌধুরী,লিভার ফাউন্ডেশন। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ ASER সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

2020 সালে, কোভিড-19 মহামারীর প্রভাব ASER সমীক্ষার উপর ফেলেছে । কোভিড-19 এর ফলে সর্বভারতীয় স্তরে ASER গ্রামভিত্তিক সমীক্ষা করা যায়নি। 2020 সালে, এই মহামারী শুরু হওয়ার পর প্রথমে কর্ণাটক(মার্চ 2021)এবং ছত্তিসগড়(নভেম্বর 2021)ASER গ্রামভিত্তিক সমীক্ষা করা হয়েছে । এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয় রাজ্য যেখানেও গ্রামভিত্তিক সমীক্ষা করা হয়েছে। পশিমবঙ্গের ASER সমীক্ষাটি 2021 সালের ডিসেম্বর মাসে পরিচালনা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ASER 2021 রাজ্যের 17 টি গ্রামীণ জেলায় পরিচালনা করা হয়েছে। এই 17 টি গ্রামীণ জেলার মধ্যে মোট 10141 টি পরিবারে 'প্রথম'–এর সমীক্ষকগণ পৌছেছিলেন। এই পরিবারগুলির মধ্যে 3 থেকে 16 বছরের মোট 11189 জন শিশুর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

Key Findings from ASER West Bengal 2021

বিদ্যালয় নথিভুক্তিকরণ

- **সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি:** 6 থেকে 14 বছর বয়সী শিশুদের 2018 সালে 88.1% থেকে 2021 সালে 91.5% সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির হার সব বয়সী ছেলে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে ।
- **বর্তমানে 6 থেকে 14 বছর বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে না যাওয়ার হার কমেছে:** মহামারী প্রায় 2 বছর থাকা সত্ত্বেও, 2018 সালের তুলনায় 2021 সালে সব বয়সের শিশুদের বিদ্যালয়ে নথিভুক্তির হার বেশি দেখা গেছে। 2021 সালে, 6-14 বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত না হওয়ার অনুপাত 1%–এ দাঁড়িয়েছে।
- **15 – 16 বছর বয়সী বয়স্ক শিশুদের বিদ্যালয়ে আগের থেকে নথিভুক্তিকরণে বৃদ্ধি পেয়েছে :** 2018 সালে 84.1% থেকে 2021 সালে 93% হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে 2018 সালের অনুপাতে 2021 সালে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর হার কমেছে। 2018 সালে 11.7% থেকে 2021 সালে 3.5% হয়েছে।

শিক্ষার স্তর

প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের (প্রথম , দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণি) সাধারণ পড়ার এবং গণিত করার দক্ষতার হার হ্রাস পেয়েছে

পড়া/Reading

ASER-এর ভাষার মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বাচ্চা পড়ার কোন স্তরে আছে, বর্ণ, শব্দ, একটি প্রথম শ্রেণির সমতুল্য সাধারণ অনুচ্ছেদ অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির সমতুল্য কাহিনি পড়তে পারে কীনা তার সঠিক মূল্যায়ন করা।এই মূল্যায়নটি 5-16 বছর বয়সী সমস্ত শিশুদের সাথে সামনা সামনি বসে করা হয়ে থাকে। শিশুটির সর্বোচ্চ স্তরে চিহ্নিত করা হয়, শিশুটি যে স্তর সঠিকভাবে পড়তে পারে।

প্রথম শ্রেণি এবং দ্বিতীয় শ্রেণি: এটি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে সরকারি বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিশুদের পঠন সক্ষমতা কমেছে। 2018 সালে সরকারি বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির 73.2% শিশু যারা অন্তত বর্ণ পড়তে পারত, কিন্তু 2021 সালে তা কমে 66.3%-এ দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণিতে, সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ে যারা,তারা অন্তত শব্দ পড়তে পারে এমন শিশুদের অনুপাত একই সময়ে 13 শতাংশের বেশি কমেছে।

তৃতীয় শ্রেণি: সরকারি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিশুরা 2018 সালে 36.6% দ্বিতীয় শ্রেণির সমতুল্য পাঠ পড়তে পারত, 2021 সালে তা কমে 27.7%-এ নেমে এসেছে।

গণিত/Arithmetic

ASER-এ শিশুদের গণিতের মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হল যে শিশুরা সাধারণ সংখ্যা পরিচিতি 1-9, সংখ্যা পরিচিতি 10-99, হাতে রাখা 2 সংখ্যার বিয়োগ অথবা সঠিকভাবে ভাগ অঙ্ক (এক সংখ্যা দিয়ে তিন সংখ্যাকে) করতে পারছে কীনা তার মূল্যায়ন করা।এই মূল্যায়নটি 5-16 বছর বয়সী সমস্ত শিশুদের সাথে সামনা সামনি বসে করা হয়ে থাকে। শিশুটিকে তার সর্বোচ্চ স্তরে চিহ্নিত করা হয়, সে যেটি সঠিকভাবে করতে পেরেছে।

প্রথম শ্রেণি এবং দ্বিতীয় শ্রেণি: 2018 সালে সরকারি বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে পাঠরত 77.8% শিশু কমপক্ষে এক অঙ্কের সংখ্যা চিনতে পারত । 2021 সালে 9.3 শতাংশ কমে তা 68.5%-এ দাড়িয়েছে। একইভাবে দ্বিতীয় শ্রেণির শিশুদের মধ্যে এক অঙ্কের সংখ্যা চিনতে পারার সক্ষমতা কমতে দেখা গিয়েছে। যেখানে এই অনুপাত 2018 সালে 92.6% থেকে 2021 সালে কমে 86.4%-এ দাড়িয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণি: পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণির 4টি শিশুর মধ্যে অন্তত একজন শিশু বিয়োগ করতে পারে, যা 2018 সালের তুলনায় 8 শতাংশেরও কম।

শিখন সহায়তা/SUPPORT FOR LEARNING

- **সকল শিশুর প্রায় দুই তৃতীয়াংশের বাড়িতে স্মার্টফোন আছে (65.5%),** এবং অর্ধেকেরও বেশি বাড়িতে টেলিভিশন রয়েছে(56.4%) । তবে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ে নথিভুক্ত শিশুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়েছে।

- পশিমবঙ্গের দশজন শিশুর মধ্যে সাতজন শিশু তাদের পড়াশোনায় সহায়তার জন্য টাকা দিয়ে টিউশান পড়তে যায়।
- **সরকারি বিদ্যালয়ে তিনজন শিশুর মধ্যে দুইজন শিশু বাড়িতে পড়ার সময় পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সাহায্য পায়**, একটু বড়ো শিশুদের তুলনায় এই অনুপাত প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির ছোটো শিশুদের ক্ষেত্রে অনেকটা বেশি।
- **সরকারি বিদ্যালয়ে প্রতি দশজন শিশুর মধ্যে একজন শিশু সমীক্ষা করার আগের সপ্তাহে অনলাইনে কিছু শিক্ষামূলক কার্যকলাপ করেছে:** যদিও বেশিরভাগ শিশু পাঠ্যপুস্তক এবং ওয়ার্কশিটের মত গতানুগতিক শিক্ষণ সামগ্রী ব্যবহার করেছিল । 10% শিশু সমীক্ষার আগের সপ্তাহে একটি অনলাইন ক্লাস, রেকর্ড করা বা লাইভ ক্লাস করেছে।
- **সরকারি বিদ্যালয়ের প্রতি পাঁচজন শিশুর মধ্যে একজন শিশু বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে কোনও না কোনও ভাবে যোগাযোগ করেছিল:** শিক্ষণ সামগ্রী বা শিশুর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য সমীক্ষার আগের সপ্তাহে সরকারি বিদ্যালয়ের প্রায় 20% শিশু তাদের শিক্ষকের সাথে ফোন করে বা পরিদর্শনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছিল। প্রায় 18% শিশু একই সময়ের মধ্যে কিছু শিক্ষণ সামগ্রী বা কার্যকলাপ শিক্ষকের কাছে থেকে পেয়েছে।
- **প্রায় সকল শিশু মধ্যাহ্ন ভোজনের রেশন পেয়েছে :** সরকারি বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির 95.3% শিশু সমীক্ষার আগের তিন মাসে অন্তত একবার মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য রেশন বা ফান্ড পেয়েছে।

For further information, contact:

Sajal Ghosh
9614529822
contact@asercentre.org / sajal.ghosh@pratham.org